177

তারিখ 02 NOV 199[illegible]
পৃঃ ৪ কলাম ৮

দৈনিক ইত্তেফাক

বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা চালু করা হোক

বাংলাদেশে পাহাড়ী অঞ্চলে ছয় লক্ষ এবং সমতল ভূমিতে ৪ লক্ষের অধিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। শহর/গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি বিহারে একজন অধ্যক্ষ ভিক্ষু থাকেন। যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। কোন কোন বিহারে উপাধ্যক্ষ ও শ্রমণ থাকেন। কিন্তু অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাহাদের অনেকেই এমনকি সাধারণ পঞ্চশীল প্রার্থনাও করিতে জানেন না। ইহার প্রধান কারণ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। এই জন্য আমি মনে করি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিটি বিহারে ধর্মীয় শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যক। ৬ই অক্টোবর হইতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শুভ কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান উদযাপিত হইতেছে। মাসব্যাপী বিভিন্ন বিহারে চীবর দানানুষ্ঠানে ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়। ইহাতে ভিক্ষুসংঘের ধর্মদেশনা এবং গৃহীদের বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। উক্ত ধর্মদেশক ও বক্তাগণের কাছে অনুরোধ, তাহারা যেন তাহাদের বক্তব্যে প্রতিটি বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেন এবং পরামর্শ দেন।

সুমিত্র বিকাশ বড়ুয়া,
সহ-সভাপতি,
বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি-যুব,
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার,
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।